জনকল্যাণমূলক কাজে
জানুয়ারি ২০০৯ - জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.probashi.gov.bd

জনকল্যাণমূলক কাজে
জানুয়ারি ২০০৯ - জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ ২৯টি শ্রমউইং এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা হিসেবে বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে আসছে। নিম্নে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ তুলে ধরা হল:

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও Remittance :

- বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক ও সফল শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বিগত সাড়ে ৮ বছরে (জানুয়ারি ২০০৯ - জুন, ২০১৭) মোট ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮৭৯ জন কর্মী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেছে।
- ২০০৯ সালে ৪,৭৫,২৭৮ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছে এবং তাদের প্রেরিত প্রবাস আয় এর পরিমাণ ছিল ১০,৭১৭.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬ সালে এ ৭,৫৭,৭৩১ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছে এবং ১৩,৬০৯.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাস আয় অর্জিত হয়েছে। ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত ৫,২০,৪৯০ জন কর্মী বিদেশে গমন করেছে এবং এ সময় অর্জিত প্রবাস আয় ৭,৭১৩.৫১ ইউএস ডলার।

বিদেশে কর্মী গমন ও Remittance

সাল	কর্মী সংখ্যা	শতকরা হার (বৃদ্ধি/হ্রাস)	Remittance	শতকরা হার (বৃদ্ধি/হ্রাস)
২০০৯	৪৭৫,২৭৮		১০,৭১৭.৭৩	
২০১০	৩৯০,৭০২	-১৭.৮০%	১১,০০৪.৭৩	২.৬৮%
২০১১	৫৬৮,০৬২	৪৫.৪০%	১২,১৬৮.০৯	১০.৫৭%
২০১২	৬০৭,৭৯৮	৭%	১৪,১৬৩.৯৯	১৬.৪০%
২০১৩	৪০৯,২৫৩	-৩.৩০%	১৩,৮৩২.১৩	২.৩৪%
২০১৪	৪২৫,৬৮৪	৪.০১%	১৪,৯৪২.৫৭	৭.৮২%
২০১৫	৫৫৫,৮৮১	৩০.৫৯%	১৫,২৭০.৯৯	২.২০%
২০১৬	৭,৫৭,৭৩১ (৫০% হিসেবে ৩,৭৮,৮৬৬জন ধরে)	৩৬.৩১%	১৩৬০৯.৭৭ (৫০% হিসেবে ৬৮০৫.০০ ধরে)	-১০.৮৯%
জানুয়ারি- জুন ২০১৭	৫২০,৪৯০	৩৭.৩৮%	৭,৭১৩.৫১	১৩.৩৫%

- উল্লেখ্য, Remittance প্রবাহ কমে যাওয়ার নেপথ্যে যেসকল কারণ জড়িত তন্মধ্যে বিদেশে বিকাশ এজেন্টের কার্যক্রম, হুন্ডি ব্যবসার প্রসার, প্রবাসী কর্মীদের অনীহা ইত্যাদি অন্যতম। সরকার এ সকল চিহ্নিত প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ মন্ত্রণালয় বৈধ পথে তথা ব্যাংকিং চ্যানেলে Remittance প্রেরণে প্রবাসী কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রমউইংসমূহের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এছাড়া বিদেশগামী কর্মীদের বিদেশ গমনের পূর্বেই দেশে ব্যাংকে একাউন্ট খোলা বাধ্যতামূলক করাপূর্বক তাদের প্রি ডিপার্চার ট্রেনিং (PDT) এ বিষয়টি ব্রিফিং দেয়া হচ্ছে।
- তাছাড়া, SDG এর ১০.৭.২ এর আলোকে বাংলাদেশের অভিবাসনে পিছিয়ে থাকা ২৪ টি জেলা চিহ্নিতকরণপূর্বক এসকল জেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন:

অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

- ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC) এবং ০১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলোজি (IMT) সহ মোট ৩৮টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল। বর্তমান সরকার বিগত ৩ বছরে নতুন ৫টি মেরিন টেকনোলজি এবং ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। বর্তমানে ৭০টি (৬৪টি টিটিসি + ০৬টি আইএমটি) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী ৪৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা হচ্ছে।
- বর্তমানে জেলা পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ কল্পে উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে '৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম জেলায় ০১টি ইন্সস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপনের' কাজ শুরু হয়েছে। ২য় পর্যায়ে "৫০টি উপজেলায় ৫০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে।

- KOICA এর অর্থায়নে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে ২টি টিটিসি অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদিসহ উন্নয়ন করা হয়েছে । এডিবির অর্থায়নে KOICA এর কারিগরি সহায়তায় খুলনা, সিলেট এবং ঢাকাস্থ বাংলাদেশ জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অত্যাধুনিক সরঞ্জামসহ উন্নয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
- তাছাড়া ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ২৪৪১৮.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন করা হয়েছে। "বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ৮২৫৭১.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা, গুণগতমান, উৎকর্ষসাধন ও যুগোপযোগী শিক্ষার সাথে পরিচিত রাখার লক্ষ্যে কারিগরী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট শীর্ষক Establishment of Dhaka Technical Teachers Training Institute (DTTTI) প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকার মিরপুরে একটি DTTTI স্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ এর গুণগত মান এবং সংখ্যাগত বৃদ্ধি:

বিএমইটির অধীনে গত ২০০৯ সালে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৩৮টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাত্র ৪৭,১৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৬ সালে মোট ৫,৬৭,২২৯ জনকে এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত ৭০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৪,৭৮,৩৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯ এর তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২টি এবং প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২০ গুণ।

জানুয়ারি/২০০৯/জুন/২০১৭ মেয়াদে প্রশিক্ষণ পরিসংখ্যান:

সাল	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	জুন/২০১৭
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৪৭	৪৭	৫৩	৭০
উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থী	৪৭,১৪০	৫৯,৪৫৬	৬৫,৫৬৯	৭৪,৭০০	৯০,৫৪৫	১,০৫,৪৮২	২,৫৭,৮৯২	৫,৬৭,২২৯	৪,৭৮,৩৮০

- ২০১৩ সালে ০৩টি, ২০১৪ সালে ০২টি, ২০১৫ সালে ০২টি, ২০১৬ সালে ০৫টি এবং ২০১৭ সালে ০৩টিসহ সর্বমোট ১৬টি ট্রেডে বর্তমানে বিকেটিটিসি, চট্টগ্রামে NTVQF কারিকুলামে Level-১, ২ ও ৩ এ সর্বমোট ৫৬৩৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- NSDC (National Skill Development Council) নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি মডিউল যুগোপযোগী করেছে।
- অস্ট্রেলিয়ার শ্রমবাজারে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি প্রেরণের লক্ষে বিএমইটি ও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Career Australia র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

নারী কর্মীর সক্ষমতা বৃদ্ধি:

- গৃহকর্ম পেশায় সৌদি আরবসহ মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে গমনেচ্ছু নারীদের জন্য হাউজকিপিং কোর্সে ২১ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হাউজ কিপিং কোর্সে ২০০৯ সালে যেখানে মাত্র ০২টি টিটিসির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো সেখানে ২০১৬ সালে ৩২টি টিটিসিতে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ৭৩,৬২৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ৩৬টি টিটিসিতে হাউজ কিপিং কোর্স পরিচালনার কার্যক্রম চলমান আছে এবং জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৩৫,২১৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সৌদি আরবের গৃহপরিবেশ ও গৃহস্থালি কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক ব্যবস্থার আবাসিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার লক্ষ্যে সৌদি আরবস্থ ০৬টি কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- এছাড়া গৃহকর্ম পেশায় হংকংগামী নারীদের জন্য "Facilitating Training and Dispatch of Female Domestic Workers to Hong Kong" শীর্ষক ট্রেনিং স্কীমের আওতায় House keeping & Cantonese Language কোর্সে In House Training প্রদানের নিমিত্ত হংকংস্থ এজেন্সির সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে।
- হাউজকিপিং কোর্সের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরো সহজতর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ই-লার্নিং প্রশিক্ষণের আওতায় মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি করা হয়েছে।
- নিরাপদ ও স্বচ্ছ অভিবাসন নিশ্চিত করণার্থে জেলা পর্যায়ে DEMO ও টিটিসির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে মহিলা গৃহকর্মী বাছাই করা হচ্ছে। এই নির্বাচিতগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে বিদেশে প্রেরণ করা হচ্ছে।

নারী কর্মী প্রেরণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত:

- বর্তমানে বিদেশে গমনকারী নারী কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত সাড়ে ০৮ বছরে জানুয়ারি ২০০৯ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত) বিদেশে নারী কর্মী গমনের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৯৫ জন।

বিদেশে নারী কর্মী গমন

সাল	কর্মী
২০০৯	২২,২২৪
২০১০	২৭,৭০৬
২০১১	৩০,৫৭৯
২০১২	৩৭,৩০৪
২০১৩	৫৬,৪০০
২০১৪	৭৬,০০৭
২০১৫	১০৩,৭১৮
২০১৬	১১৮,০৮৮
জানুয়ারি-জুন ২০১৭	৬৪৭৬৯
মোট	৫,৩৬,৭৯৫

- সৌদি আরবে গৃহকর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সালে সৌদি আরব ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। জুলাই, ২০১৫ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সৌদি আরবে ১,৩২,৯৮২ জন নারী কর্মী গমন করেছে। সরকারের সফল শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরব অধিক সংখ্যক নারী কর্মীর পাশাপাশি তাদের নিকট আত্মীয় পুরুষ কর্মী নিতে সম্মত হয়েছে যা এ সরকারের অন্যতম একটি সাফল্য।

সৌদি আরবে নারী কর্মী গমনের পরিসংখ্যান

সাল	নারীর কর্মীর সংখ্যা
২০০৯	৩৮৬
২০১০	৪৪
২০১১	১৬৬
২০১২	৪৮৪
২০১৩	১৬৭
২০১৪	১৩
২০১৫	২০,৯৫২
২০১৬	৬৮,২৮৬
জানুয়ারি- জুন ২০১৭	৪৩, ৭৪৪

- সৌদি আরবগামী নারী কর্মীদের সে দেশে ব্যবহারের জন্য একটি করে মোবাইল সিম প্রদান করা হয়। ফলে তারা তাদের অসুবিধা/সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে নিকট আত্মীয়সহ সংশ্লিষ্টদের অবগত করতে পারে।
- বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিএমইটিতে Complaint Management Cell for Expatriates Female Workers নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে।

শ্রমবাজার সম্প্রসারণ:

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতকে সরকার থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে ঘোষণা করছে। এ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম বিবেচনায় সরকার বিদ্যমান শ্রম বাজারকে ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছে । বিগত জোট সরকারের আমলে যেখানে বিশ্বের মাত্র ৯৭ টি দেশে কর্মী প্রেরণ করা হত, সেখানে নতুন আরো ৬৮ টি দেশে কর্মী প্রেরণসহ বর্তমানে এই সংখ্যা ১৬৫ টি দেশে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।
- গত ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সৌদি সরকার বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মী গ্রহণের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে বাংলাদেশের পুরুষ কর্মীও সৌদি আরবে গমন করছে।

সৌদি আরবে কর্মী গমনের পরিসংখ্যান

সাল	নারী/পুরুষ সংখ্যা
২০০৯	১৪,৬৬৬
২০১০	৭,০৬৯
২০১১	১৫,০৩৯
২০১২	২১,২৩২

২০১৩	১২,৬৫৪
২০১৪	১০,৬৫৭
২০১৫	৫৮,২৭০
২০১৬	১৪৩,৯১৩
জানুয়ারি- জুন ২০১৭	৩০২,২৭৩

- মালয়েশিয়া সরকারের সাথে বাংলাদেশের অব্যাহত শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে মালয়েশিয়ার সরকার সেপ্টেম্বর ২০১৬ মাসে নির্মাণ শিল্প, কৃষি সেক্টরসহ পোলট্রি, মাইনিং, কারগো হ্যান্ডেলিং এবং পর্যটন সেক্টরে কর্মী গ্রহণে বাংলাদেশকে সোর্স কান্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করেছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ায় অভিবাসনের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।
- বিদ্যমান ও নতুন দেশসহ মোট ৫২টি দেশের শ্রম বাজারের Diversified Sector সমূহের চাহিদা এবং যাচিত সেক্টর সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে Skill gap সমূহ চিহ্নিত করে তা উত্তরণে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিএমইটি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে ৫২টি দেশের মধ্যে ১২টি দেশ প্রত্যক্ষভাবে সফরের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- চলমান শ্রম বাজারসমূহে গত ২০১৫ সালে কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে ৫,৫৫,০০০ জন, যার মধ্যে ৩৮% দক্ষ কর্মী; ২০১৬ সাল কর্মী প্রেরণের সংখ্যা ৭,৫৭,২৩১ জন, যার মধ্যে ৪২% দক্ষ কর্মী।

শ্রম কূটনৈতিক সাফল্য:

- বর্তমানে মালয়েশিয়া সরকার জি-টু-জি প্লাস পদ্ধতিতে কর্মী নেয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়ায় মার্চ ২০১৭ হতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। মার্চ-জুন, ২০১৭ পর্যন্ত জিটুজি প্লাস প্রক্রিয়ায় মোট ৮,৩৯৫ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় গমন করেছে। উল্লেখ্য, মার্চ, ২০১৭ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ৪১,৫৯৯ জন কর্মী জিটুজি প্লাস প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়ায় গমন করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জিটুজি প্লাস প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বর্তমান সরকারের সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরবে প্রায় ৮ লক্ষ, মালয়েশিয়ায় ২লক্ষ ৬৭ হাজার এবং ইরাকে ১০ হাজার undocumented প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের বৈধতা প্রদানের মাধ্যমে অনিশ্চয়তা দূর করা হয়েছে।
- মালয়েশিয়ার সরকার undocumented বিদেশী কর্মীদের জন্য সাময়িক ওয়ার্ক পাশ ইস্যুর ঘোষণা দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত আনুমানিক ৩.৫ লক্ষ undocumented বাংলাদেশী কর্মী সেদেশেই কাজের সুযোগ পাবে। সরকার কর্তৃক এ সুযোগটি আদায়ে ব্যর্থ হলে তাদেরকে দেশে ফিরে আসতে হতো।
- মালয়েশিয়া সরকারের Rehiring Programme এর আওতায় কর্মী নিয়োগের মেয়াদ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ - ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে আরো ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রোগ্রামের আওতায় ২ লক্ষের অধিক বাংলাদেশী কর্মী নিবন্ধন করেছে। মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে অবশিষ্ট ১.৫ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মী প্রয়োজনীয় document অর্জনের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ লাভ করে।

অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংগঠনে বাংলাদেশের ভূমিকা:

- বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families-1990, অনুসমর্থন করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উল্লিখিত কনভেনশনের প্রাথমিক প্রতিবেদন ২০১৫ সালে জাতিসংঘে প্রেরণ করেছে।
- অভিবাসন উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠন GFMD এর নবম সম্মেলন ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সফলভাবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ২০০৯-২০১১ সাল পর্যন্ত কলম্বো প্রসেসের চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলাদেশ ২০১১ সালে কলম্বো প্রসেসের ৪র্থ মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলনটি অত্যন্ত সফলভাবে আয়োজন করে। বর্তমানে কলম্বো প্রসেসে বাংলাদেশ Fostering Ethical Recruitment থিমেটিক এরিয়ার চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।
- সিল্ক রুট অঞ্চলের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১০ সাল হতে বুদাপেস্ট প্রসেসের বিভিন্ন সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে আসছে।
- কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের সংগঠন 'আবুধাবী ডায়ালগ' এ বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অভিবাসী কর্মীর সমস্যা ও তাদের কল্যাণে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করছে।

বিভিন্ন দেশের সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন:

১। ২৯/০৫/২০১১ তারিখ বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে placement of Manpower বিষয়ে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়।

২। জুন, ২০১২ এবং সেপ্টেম্বর, ২০১৪ দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের Employment Permit System এ কর্মী প্রেরণ বিষয়ে ০২টি MoU স্বাক্ষরিত হয়।

৩। ২৬ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়।

৪। ২৬ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে জর্ডানে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এবং জর্ডানের মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়।

৫। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণ বিষয়ে বাহরাইন এবং বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়।

৬। গত ০৫ মার্চ, ২০১৩ তারিখে হংকং এ হাউজকিপার হিসেবে নারী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে বিএমইটি ও Home Services Association Ltd, হংকং এর মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়।

৭। ৫ মার্চ, ২০১৩ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং General Chamber of Hongkong Manpower Agencies Ltd. এর মধ্যে বাংলাদেশী নারী কর্মীদের হংকং এ হাউজ কিপার হিসেবে প্রেরণে সহায়তার উদ্দেশ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়।

৮। ৩১ আগস্ট, ২০১৩ তারিখ ইরাকে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এবং ইরাকের মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়।

৯। ২৬ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখ সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়।

১০। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ থেকে নারী গৃহকর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে সৌদি আরবের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

১১। ৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখে টেকনিক্যাল ইন্টার্নশিপ বিষয়ে জাপানের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বিএমইটির পৃথক ২টি MoU স্বাক্ষরিত হয়।

১২। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে মালয়েশিয়ার সাথে জিটুজি প্লাস প্রক্রিয়ায় কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ MoU স্বাক্ষর করে।

১৩। ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে কাতার-বাংলাদেশ এর মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৪। বিগত মার্চ, ২০১৭ মাসে IM Japan এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। MoU অনুযায়ী জাপানে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন প্রেরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১ম ব্যাচে ১৭ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন জাপানে গমন করেছে। উল্লেখ্য, ২য় ব্যাচে ১৪ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন প্রেরণের লক্ষ্যে অক্টোবর, ২০১৭ হতে তাদের ৬মাস মেয়াদী প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ বাংলা-জার্মান টিটিসিতে শুরু হয়েছে।

সেবা সহজীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ:

- ঢাকাসহ ২৬টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে । ফলে উক্ত ২৬টি জেলার কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রমের জন্য ঢাকায় আসতে হয় না।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গমনকারী কর্মীদের সঠিক পন্থায় বিদেশ গমন এবং গন্তব্য দেশের আবহাওয়া, কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যবিধি, আইন-কানুন/বিধি-বিধান, করণীয় বা বর্জনীয়, বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণ, উপার্জিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য ৬৫টি টিটিসিতে প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং (PDT) পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে মোট ৪,৩৯,২১৮ জনকে প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১৭ সালে জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত মোট ৩,৬৫,৩৩৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬ সালের পূর্বে এ কার্যক্রম শুধুমাত্র ঢাকার ০৩টি প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হলেও বর্তমানে তা দেশব্যাপি ৬৫টি প্রতিষ্ঠানে বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে।
- গত ৩১ জুলাই, ২০১৬ তারিখে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, চট্টগ্রাম হতে স্মাটকার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই আরো ৬টি জেলায় স্মাটকার্ড বিতরণ কার্যক্রম চালু করা হবে।
- অনলাইনে ভিসা চেকিং সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া অনলাইনে ভিসা যাচাই করা যায় এমন কয়েকটি দেশে ভিসা যাচাই পদ্ধতি সম্বলিত একটি 'মোবাইল এ্যাপস' প্রস্তুত করা হয়েছে, এটি মোবাইলে ডাউনলোড করে Online-এ ভিসা যাচাই এর মাধ্যমে কাজটি সহজতর করেছে।
- মৃত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর মরদেহ বাংলাদেশের বিমানবন্দরে পৌঁছার পর ডাটাসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের Digital file opening software এ ইনপুট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে মৃতের পরিবারের সদস্যদের অনুকুলে আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজতর হয়।
- সেবার পরিধি বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান ৪২টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস ছাড়াও বাকী ২২ টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ৩টি বিভাগীয় জনশক্তি অফিস স্থাপনসহ "৬৪ টি জেলায় ৬৪ টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ০৭টি বিভাগীয় জনশক্তি অফিসের নিজস্ব ভবন তৈরি" শীর্ষক প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।
- কর্মী নিবন্ধন কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে শিল্পক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারী অনাবাসি বাংলাদেশি, বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী অনাবাসি বাংলাদেশি এবং বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক অনাবাসি বাংলাদেশি -এ ৩টি শ্রেণীবিন্যাসে সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সন্নিবেশ

করা হয়েছে। ফলে, বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত হতে আগ্রহীগণ অনলাইনে CIP এর জন্য Application দাখিল করতে পারছেন।

অভিবাসন ব্যয় হ্রাস:

- মহিলা গৃহকর্মীদের বিনা অভিবাসন ব্যয়ে মেগা ও মুসানেদ পদ্ধতিতে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে গৃহকর্মী পেশায় প্রেরণ করা হচ্ছে।
- কাতারসহ কয়েকটি দেশে বিশেষ কিছু পেশায় পুরুষ কর্মীদেরও বিনা অভিবাসন ব্যয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সরকার সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, লিবিয়া, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, সালতানাত অব ওমান, ইরাক, কাতার, জর্ডান, মিশর, রাশিয়া, মালদ্বীপ, ব্রুনাই দারুস সালাম, লেবাননসহ মোট ১৫টি দেশের Country Specific অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করেছে যা ব্যুরো ও তার অধীনস্থ সকল জেলা জনশক্তি অফিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বায়রাসহ সকল Electronic ও Print Media তে ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, জুলাই, ২০১৭ এ সিঙ্গাপুরে গমনের অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডানগামী মহিলা গার্মেন্টস কর্মীর অভিবাসন ব্যয় মাত্র ১০,০০০/- টাকা।
- দক্ষিণ কোরিয়ায় বোয়েসেলের মাধ্যমে EPS পদ্ধতিতে কর্মী প্রেরণে বিমান ভাড়াসহ অভিবাসন ব্যয় ৮৫০ ডলার সমমানে ৬৮০০০-৭২০০০/- টাকা মাত্র।

অভিবাসন সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন:

- অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬ গত জানুয়ারি, ২০১৬ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেছে এবং ২৬ মে, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ওয়েজ আর্নাস ওয়েলফেয়ার বোর্ড আইন, ২০১৭ এর খসড়া গত ২০/০৩/২০১৭ তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। ওয়েজ আর্নাস ওয়েলফেয়ার বোর্ড আইন, ২০১৭ এর খসড়া প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক ভেটিংয়ের পর সম্প্রতি মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।বর্তমানে আইনটি পাসের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের শতভাগ বীমার আওতায় আনয়নের নিমিত্ত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতদ্সংক্রান্ত একটি Standard নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) কর্তৃক বিদেশগামী কর্মীদের শতভাগ বীমার আওতায় আনয়নের নিমিত্ত একটি খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।
- গত ১১/০৬/২০১৭ তারিখে ''বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭'' গেজেট প্রকাশ করা হয়।

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণঃ

- নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত ২৩ (তেইশ) সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF)নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।
- "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩" এর ধারা ৩২ ও ৩৫ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসীলভুক্ত করা হয়েছে। ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম প্রতিহতকরণ, রিক্রুটিং এজেন্সীর কার্যক্রম তদারকিসহ নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত সকল জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১৪টি ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স এর অভিযান এবং ৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে রিক্রুটিং এজেন্সি "মেসার্স টেক্নো ফকি" (আর.এল-১২৮৩) কে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা, GAMCA'র তালিকাভুক্ত "লাইফ ডায়াগনষ্টিক সেন্টার" কে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা জরিমানা এবং আস-সাবিল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলস্ নামক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
- বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৪২,০০০ টি বুকলেট ও ৬০০০০ টি লিফলেট, পোষ্টার, ব্রসিউর, ফেষ্টুন ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। সদর দপ্তর এবং জেলা পর্যায়ে ডিইএমও ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে অভিবাসন সংক্রান্ত মেলায় এবং অভিবাসী দিবস এবং ডিজিটাল মেলায় জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুকলেট, পোস্টার, কমিক বুক, ইত্যাদি বিতরণ ও ভিডিও ক্লিপ প্রর্দশন করা হয়েছে।

প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক সেবাসমূহ:

বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সহায়তা:

বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে বিমানবন্দরে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেটস্থ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এবং চট্টগ্রামের শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে "প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক" স্থাপন করা হয়েছে। এ ডেস্কের মাধ্যমে কর্মীদের প্রয়োজনীয় সকল ধরণের সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ বিদেশগামী কর্মীকে বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং:

চাকরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন ও নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, শ্রম আইন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ সাল পর্যন্ত ২ লক্ষ ৫৪ হাজার জন বিদেশগামী কর্মীকে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি:

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগাতে ২০১২ সাল থেকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষবর্ষ পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিতে ৪,৪৫৫ জন শিক্ষার্থীকে ৬ কোটি ৫২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

মৃতদেহ দেশে আনয়ন:

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে মৃতদেহ শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহায়তায় দেশে আনয়ন অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে দাফন করা হয়। কোন কর্মীর মৃতদেহ নিয়োগকর্তার খরচে দেশে আনা সম্ভব না হলে সে সকল মৃতদেহ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে দেশে আনা হয়। ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ হতে ২৫,২৯৬ জন কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনা হয়েছে। এতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ব্যয় করা হয়েছে ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা।

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান:

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দরস্থ "প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক" কর্তৃক তার পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিবারকে "মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্যের চেক প্রদান করা হয়। ২০০৯ সালের পূর্বে বিমানবন্দর হতে মৃতদেহ গ্রহণের সময় তাৎক্ষণিকভাবে পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান করা হতো না। ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রবাসে মৃত ১৯,৯৮০ জন কর্মীর পরিবারকে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন ব্যয় বাবদ ৬৬ কোটি ২২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে।

আর্থিক অনুদান প্রদান:

বিদেশে বৈধভাবে গমন করে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে বোর্ড হতে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালের পূর্বে আর্থিক অনুদান বাবদ মৃত কর্মীর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে দেয়া হতো, ২০১৩ সাল থেকে উক্ত আর্থিক অনুদানের পরিমান বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ করে টাকা দেয়া হচ্ছে। ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রবাসে মৃত ১৮,৫৬৯ জন কর্মীর পরিবারকে ৪৬৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্স্যুরেন্স এর আদায় ও বিতরণ:

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অথবা বকেয়া বেতন অথবা সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ পাওনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং আদায়কৃত অর্থ মৃতের ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়। ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রবাসে মৃত ৪,৯৭১ জন কর্মীর অনুকূলে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য অর্থ বাবদ আদায়কৃত ৩১৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা তাঁদের ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান:

প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত, অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের বোর্ড হতে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১৪০ জন অসুস্থ কর্মীকে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

অসুস্থ কর্মী দেশে আনয়ন ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা:

বিদেশে বিভিন্ন কারণে গুরুতর আহত, অসুস্থ, এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কোনো কর্মীকে দেশে আনার প্রয়োজন হলে তাকে দেশে আনয়ন, এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান এবং সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লেখ্য ২০১৪ সাল হতে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন সমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহযোগিতায় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় বিদেশ হতে অসুস্থ কর্মীকে দেশে আনা হচ্ছে। ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ৭৮ জন কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় দেশে ফেরত এনে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সেইফ হোম স্থাপন:

বিদেশে কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার বাংলাদেশি নারী কর্মীদের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহায়তায় উদ্ধার করে সাময়িকভাবে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করা হয়। তাদের আহার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা, ওমান, জর্ডান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে সেইফ হোম স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সেইফ হোম পরিচালনায় ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

বিদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা:

বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীর সন্তানদের শিক্ষা অর্জনে সহায়তাকল্পে বাংলাদেশি কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি স্কুলসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় বোর্ড হতে ১৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে কোটা সংরক্ষণ:

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রচেষ্টায় সরকার ২০১৬ সাল হতে দেশের সকল উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ সমূহে একাদশ শ্রেণির ভর্তিতে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য ০.৫% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণির ভর্তিতে আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের তহবিল গঠনে সহায়তা:

বিদেশগামী অস্বচ্ছল কর্মীদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সালে “প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক” স্থাপন করেছে। এ ব্যাংকের তহবিল গঠনে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ১৪৫ কোটি টাকা প্রদান করে ব্যাংকের তহবিল গঠনে সহায়তা করা হয়েছে।

আইনগত সহায়তা প্রদান:

প্রবাসে কর্মরত কর্মীকে যে কোনো প্রয়োজনে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। দেশে কর্মীর সম্পদ রক্ষা এবং তার পরিবারের নিরাপত্তাজনিত অথবা অন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ এবং দেশে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। বিদেশে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য শ্রম কল্যাণ উইংয়ের অনুকূলে বোর্ড হতে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মাণ:

বিদেশগামী কর্মীদের যাবতীয় সেবা একই স্থান হতে প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে ২০ তলা বিশিষ্ট “প্রবাসী কল্যাণ ভবন” নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালের ১৮ ডিসেম্বর এই ভবন উদ্বোধন করেন। এ ভবনে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বিএমইটি, বোয়েসেল এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রবাসী কর্মী ও তার পরিবারের সদস্যদেরকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান করছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতারকারণে কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন:

২০১০ সালে লিবিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশি কর্মীদের জীবন সংকটাপন্ন হলে সরকারের উদ্যোগে প্রায় ৩৭ হাজার কর্মীকে দেশে ফেরত আনা হয়। এ সময় তাদেরকে শুকনা খাবার, পানি, বাস/ট্রেনযোগে স্টেশনে যাওয়ার ব্যবস্থা এবং বাড়ি যাওয়ার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে নগদ ১০০০/- করে টাকা দেয়া হয়। এতে বোর্ডের প্রায় ৪ কোটি টাকা খরচ হয়। এছাড়া বিশ্বব্যাংক ও IOM এর সহযোগিতায় প্রত্যেক কর্মীকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়।

নিরাপদ অভিবাসনে স্মার্টকার্ড প্রদান:

অবৈধভাবে বিদেশ গমন ও প্রতারণা রোধ তথা নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে বিদেশগামী কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন (ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ছবিসহ) স্মার্টকার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এই স্মার্টকার্ড প্রদানের জন্য জুন, ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৩ বছরে ১৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা অত্র বোর্ড হতে প্রদান করা হয়েছে।

DEMOসমূহে বাজেট প্রদান:

প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণমূলক কাজ যেমন- ভ্রমণ, জনসচেতনতামূলক প্রচার, কর্মী রেজিস্ট্রেশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (DEMO) সমূহে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।
২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ডিইএমও সমূহে মোট ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান:

প্রবাসে মৃত ও অসুস্থ কর্মীদের পরিবহনের জন্য শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এ স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ০২ টি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হবে।

অনাবাসী বাংলাদেশিদের বোর্ডের সদস্য পদ প্রদান:

বিদেশে বসবাসত অনাবাসী বাংলাদেশিদের (ডায়াসপোরা) দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে ২০১৭ সাল হতে কল্যাণ বোর্ডের সদস্য পদ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে তারা কল্যাণ বোর্ড প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হচ্ছেন।

শ্রম উইং সংখ্যা বৃদ্ধি:

২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত ১৭টি দেশে ১৮টি নতুন শ্রম উইং (ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালীর রোম ও মিলান, মালদ্বীপ, মিশর, হংকং, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, গ্রীস, জেনেভা, রাশিয়া, থাইল্যান্ড, ইরাক, জাপান, জর্ডান, স্পেন এবং মরিশাস) খোলা হয়। লেবাননে ৩০ তম শ্রম উইং খোলার কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রবাসী কর্মীদের সিআইপি সম্মাননা প্রদান:

প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ সরকার প্রতি বছর সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারী নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবাসী কর্মীকে Commercially Important Person (CIP) মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করে থাকে। বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশী) নির্বাচন নীতিমালা,২০১৫ অনুযায়ী ২০১০ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৬৬ জন প্রবাসী বাংলাদেশীকে সিআইপি (NRB) সম্মাননা প্রদান করা হয়। উক্ত নীতিমালায় ২০১৬ সাল থেকে ৯০ জন প্রবাসী বাংলাদেশীকে এ সম্মাননা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর কার্যক্রম:

- প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণার্থে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য। বর্তমান সরকার ১১ অক্টোবর, ২০১০ সালে ''প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০'' পাশের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল, ২০১১ সালে ব্যাংকটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা বিদেশগামী ও প্রবাস ফেরত কর্মীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ৭ টি বিভাগীয় শহরসহ প্রবাসী অধ্যুষিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে মোট ৫৪ টি শাখা খোলা হয়েছে।
- বিগত ৭ (সাত) বছরে অর্থাৎ ২০ এপ্রিল/২০১১ (ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকাল) থেকে জুন/২০১৭ পর্যন্ত অর্থ-বছর ভিত্তিক অত্র ব্যাংকের ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও মুনাফা অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

কোটি টাকা

অর্থ বছর	ঋণ বিতরণ	আদায়	মুনাফা
২০১১-১২	৭.৩৪	১.৬১	১১.৫০
২০১২-১৩	৯.৩৮	৪.৯৬	৮.৮৩
২০১৩-১৪	২৬.০৬	১১.৯৭	৮.৭১
২০১৪-১৫	৩৩.৩৩	২৪.৫৪	৭.৯৫
২০১৫-১৬	৭৮.৯৩	৪৭.৬৭	৬.১৬
২০১৬-১৭ (জুলাই/১৬-জুন/১৭)	৭৪.৭৯	৬৪.৪৮	৮.৭৮

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের জুলাই/১৬ থেকে জুন/১৭ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রতিবেদনের সময়ঃ ০১ জুলাই/১৬ থেকে ৩০ জুন/১৭

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-১৭)	প্রকৃত অর্জন	অর্জনের হার(%)
১.	ঋণ বিতরণ	কোটি টাকা	৭০.০০	৭৪.৭৯	১০৭%
২.	ঋণ আদায়	কোটি টাকা	৫০.০০	৬৪.৪৮	১২৯%
৩.	শাখা অটোমেশনকরণ	পুঞ্জিভূত সংখ্যা	৬০	*৫৪	১০০%

- অত্র ব্যাংকের ৫৪টি শাখাই অটোমেশনের আওতায় রয়েছে। তাই অটোমেশন খাতে অর্জন ১০০%।

- ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা মূলধন থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২২৯.৮৩ কোটি টাকা এবং আদায় ১৫৫.২৩ কোটি টাকা।
- আদায়যোগ্য ঋণ থেকে আদায়ের হার ৯১%।

বোয়েসেল (BOESL) এর কার্যক্রমঃ

- সরকারি সহায়তায় বাংলাদেশের কর্মক্ষম ও বিদেশ গমনেচ্ছু নাগরিকদের স্বল্প খরচে/বিনা খরচে No loss, Less profit এর ভিত্তিতে বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- Employment Permit System (EPS) এর মাধ্যমে ২০০৮ সাল হতে বোয়েসেল সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করছে। গত সাড়ে আট বছরে EPS এর মাধ্যমে ১৫,১২৬ জন কর্মী চাকুরি নিয়ে কোরিয়া গমন করেছে।
- জর্ডানে ২০০৬ সাল থেকে বন্ধ থাকা শ্রমবাজার বাংলাদেশ সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ২০১০ সাল থেকে শুধু মহিলা গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। গত সাড়ে আট বছরে জর্ডানে বোয়েসেলের মাধ্যমে মোট ৪০,২৫১ জন মহিলা গার্মেন্টস্ কর্মী গমন করেছে।
- বোয়েসেল এ যাবত ২৭টি দেশের সাথে অভিবাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।
- বোয়েসেল বিনা খরচেও বিদেশে কর্মী প্রেরণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্মীর ইন্টারভিউ হতে সেদেশে গমন পর্যন্ত সকল ব্যয় বহন করে থাকে। ইতোমধ্যে বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডানে ৩১৪ জন, ওমানে ১৫৮ জন, কাতারে ১০৭ জন, দুবাই ২৬ জন, সৌদি আরবে ৭০ জনসহ মোট ৬৭৫ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।

****

Abbreviations	
Abbreviations	Explanations
BMET	Bureau of Manpower, Employment and training
TTC	Technical Training Center
IMT	Institute of Marine Technology
DEMO	District Employment and Manpower Office
BOESL	Bangladesh Overseas Employment and Services Limited
CIP	Commercially Important Person
GFMD	Global Forum on Migration Development
SDG	Sustainable Development Goals
IOM	International Organization for migration
ILO	International Labor Organization
MoU	Memorandum of Understanding
IM JAPAN	International Manpower Development Organization, Japan
EPS	Employment Permit System
NTVQF	National Training and Vocational Qualifications Framework
DTTTI	Dhaka Technical Teachers Training Institute
IDRA	Insurance Development and Regulatory Authority
PDT	Pre Departure Training
KOICA	Korea International Cooperation Agency
NSDC	National Skill Development Council
VTF	Vigilance Task Force
GAMCA	GCC Approved Medical Centers' Association